



# IMA Research Foundation

কেন বৈধ অভিবাসনের নামে আমাকে অবৈধ ভাবে বিদেশ পাঠালো?

আমি মোঃ হান্নান তালুকদার, পিতা-মোঃ আব্দুল খালেক, গ্রাম- নন্দিগ্রাম, থানা-নন্দিগ্রাম, জেলা- বগুড়া। আমার পাসপোর্ট নম্বর-অ ০৮৩৩৩০২। অন্যান্য মানুষের মত আমিও নিজের তথা পরিবারের সৌভাগ্য উন্নয়নের জন্য অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে বিদেশ যাওয়ার জন্য মনস্থির করি। গ্রামের দালাল দিয়ে গেলে টাকা মার যাবে ভয়ে আমার এক আত্মীয় মাধ্যমে যোগাযোগ করি ডেস্টিনি লিমিটেড নামক কম্পানিতে। কম্পানির মালিকের সাথে সরাসরি কথা বলি কাজের ব্যাপারে। কম্পানির মালিকের সাথে কথা হয় মালয়েশিয়াতে গিয়ে অভিজাত মার্কেটের দোকানে সহযোগিতার কাজ দিবে এবং বিনিময়ে অন্যান্য লোকের চাইতে ৩০ হাজার টাকা বেশি নেবে। আমি ভাল কাজের আশায় তার কথায় দ্বিমত না করে রাজি হয়ে যায়। তার কথা মতো, প্রথম অবস্থায় অফিসে গিয়ে ১ লক্ষ উনআশি হাজার টাকা দিই। টাকা নেওয়ার পর আমার মেডিক্যাল ও ফিঙ্গারিং করায়। তার পর শুরু হয় ঘুরানোর পালা, ঘুরতে ঘুরতে ৫ থেকে ৬ টা ডেট মিস করে অবশেষে দীর্ঘ ৫ মাস পর আসে সেই দিন।

তিন দিন আনাহারে বিমান বন্দরে থাকার পর এজেন্টরা এসে এবং মার্কেটে কাজ দেয় কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী ক্লিনারের কাজ করতে রাজি না হলে মার ধর শুরু করে। কোন উপায় না পেয়ে ক্লিনারের কাজে যোগ দিই। কাজে যোগ দেওয়ার পর বাঙ্গালী এজেন্টের কাছে ভিসা সহ পাসপোর্ট চাইলে বলতো কাজ কর সময় হলেই পাবি। এভাবে দুই মাস পার হয়ে যায় কিন্তু ভিসা পাসপোর্ট কিছুই দেয়না চাইলে মার ধর করতো। এভাবেই কাজ করি বেতন ঠিক মত দেয় না ৮ ঘন্টা কাজ করার কথা থাকলেও কাজ করে নিত ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা। কাজ করার ঠিক দুই মাস ১৫ দিনের দিন পর, ছুটির দিন বাহিরে ঘুরার জন্য কেবল ঘর থেকে বের হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে তখন আমার পাসপোর্টের ফটোকপি দেখালে সেটা ফেলে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে লাথি ও লাঠি দিয়ে পেটানো শুরু করে অমানবিক ভাবে।

পেটানো শেষে আমাকে নিয়ে যায় সিপাং নামক ইমিগ্রেশন কারাগারে। সেখান থেকে কোথাও যোগাযোগ করতে পারিনা। ২৭ দিন ঐ কারাগারে থাকার পর প্রথম শুনানীর জন্য নিয়ে যায় সিমনিয়া কোর্টে সেখানে শুনানী শেষে আবার নিয়ে আসে সিপাং নামক কারাগারে। ৫ দিন পর আবার শুনানীর নিয়ে যায় সিমনিয়া কোর্টে এই দিন আমার কেসের রায় হয়। রায়ে আমার ৭ মাস জেল হয়। জেলে ৭ মাস থাকি কাজাং নামক জেলখানায়। কাজাং জেল খানায় যাওয়ার পর সেখানে তামিলেরা মধ্যযুগীয় কায়দায় আমার উপর নির্যাতন চালায়। শান্তি শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় সিমনিয়া ক্যাম্প এখানে আসার পর এক মালয়েশিয়ান পুলিশের মোবাইল থেকে দেশে ফোন করে সব বিস্তারিত খুলে বলি। তখন আমার পরিবারের লোক এজেন্সি অফিসে আসলে তারা তাদের সাথে খারাপ আচারণ করে তাড়িয়ে দেয়। কোন উপায় না দেখে আবার জমি বিক্রি করে ৫৫ হাজার টাকা পাঠালে পুরাতন বাঙ্গালী ভাইদের সহযোগিতায় টিকিট করে ক্যাম্প থেকে সরাসরি দেশে ফিরে আসি ১৬/৫/০৮ ইং তারিখে। এরপর ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অফিসে আসি এবং তাদের আন্তরিক সহযোগিতায় ৭/৭/০৮ অভিযোগ দাখিল করি **BMET** তে। আমার প্রশ্ন কেন বৈধ অভিবাসনের নামে আমাকে অবৈধ ভাবে পাঠিয়ে শারীরিক, মানুষিক ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলো? এখন আমার সঠিক বিচার করে আমার ক্ষতি পূরণ সহ সমুদয় টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য সরকারের নেক দৃষ্টি কামনা করছি।

হান্নানের সাথে যোগাযোগ

রাদিয়ান রাহেব

প্রোগাম কো-অর্ডিনেটর, ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন

মোবাইল : +৮৮-০১৯১১.৫৫৫.৯৯২